মেহেরপুরে সরকারি খালের মাটি বিক্রি হচ্ছে ভাটায়

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিলরুয়াকুলি-রুইমারী খাল পুণঃ খনন কাজ শেষ না হতেই দুই পাড়ের মাটি বিক্রি করা হচ্ছে ভাটায় । ফলে পাড় ভাংতে শুরু করেছে খালের।

খালটি পুণঃ খননের মাধ্যমে খাল পাড়ের মানুষের সাতার কাটা, গোসল করা থেকে শুরু করে, গৃগস্থালীর সকল কাজ করা হয়ে থাতে খালের পানিতে। দেশীয় মাছ শিকার করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়েও জীবিকা নির্বাহ করছে অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ।
খাল পাড়ের মাটি বিক্রি হলে খালের দুই পাড়ের পানি এসে আবারো খালটি বিলিন হয়ে যেতে পারে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।

সরকারী সকল নিয়ম নীতি মেনে টেন্ডারের মাধ্যমে এ মাটি বিক্রয় করা হয়েছে বলে জানান মাটি বিক্রেতারা।
মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের তথ্যমতে ৬৪ জেলার অভ্যরন্ত ছোট নদী খাল এবং জলাশয় পুর্ণঃ খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে) এর আওতায় মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের প্যাকেজ নং-পযঁধ/সবযবৎ -◌ি১৩ (২০২০-২১) রফ হড়.৫১৪৫৭৪ । ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নাসির উদ্দীন মোল্লা, ৭/১৯ এম এ রহিম রোড, চৌড়হাস কুষ্টিয়া ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজটি ১ কোটি, ৭২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার চুক্তি মূল্যে কাজ শেষ করে। তবে সিডিউল অনুযায়ী এখনও খালের দুই পাড়ের কৃষি ও বসত ভিটা এলাকার বিভিন্ন স্থানের পানি নিস্কশনের জন্য কিছু কালর্ভাট স্থাপনের কাজ বাকি রয়েছে। তাছাড়াও খালের তিররবর্তী ঘাস ও গাছ রোপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ কাজ শেষ না হতেই যদি খালের দুইপাড়ের মাটি বিক্রি হয়ে যায় তাহলে খালটি ভবিষতে ধসে পড়তে পাড়ে। যার ফলে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। মাটি কাটা শুরু হলে তাৎক্ষনিকভাবে জেলা পানি উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেরপুরকে অবহিত করা হয়। তিনি বলেন, আমি মাটি কাটার অনুমতি দিয়েছি। কোন সমস্যা হলে আমি দেখবো।
খাল পাড়ের মদনা গ্রামের কিশোর আব্দুল্লাহ জানান, আগে এখানে গোসল করতে পারতাম না। খালে নতুন করে মাটি কাটায় আমরা বন্ধুরা

মিলে গোসল করি। সাতার কাটি, মাছ ধরি। খুব আনন্দ করি।

খাল পাড়ের বিল্লাল হোসেন জানান, খাল খননের মাধ্যমে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। গৃহপালিত পশুদের গোসল করানো, মাছ পরিবারের সদস্যাদের নিয়ে মাছ ধরে খাওয়া, গরমের সময়ে খালের পাড়ে বসে হাওয়া খাওয়া নানা সুবিধা আমরা ভোগ করি। কিন্তু খনন কৃত মাটি কেটে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা বাধা দিই। কিন্তু কোথায় কোথায় তা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। তারা বলছেন আমরা ডিসি অফিস থেকে টেন্ডার নিয়ে মাটি কাটছি।

মাটি কাটার দায়িত্বে নিয়োজিত বিপ্লব হোসেন বলেন, এলাকার কৃষকরা অভিযোগ করেন, বর্ষা মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ক্ষেত পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তারা ডিসি অফিসে অভিযোগ করলে ডিসি অফিস টেন্ডারের মাধ্যমে এ মাটি বিক্রি করেছে। আমরা সরকারের সকল নিয়মনীতি মেনে খালের পাড়ের মাটি সরাচ্ছি।

ঠিকাদার মোঃ নাসির উদ্দীন মোল্লা জানান, মাটির কাজ শেষ করিয়াছি। এখন শুধু ঘাস, গাছ লাগানো ও ইনলেট তৈরী করা বাকি আছে এবং ট্রাস্ক ফোর্স কর্তৃক মাটির পরিমাপও হয় নাই। এমতা অবস্থায় আমি সরেজমিনে গেলে দেখতে পায় খালের দুপাড়ের মাটি স্থানীয় ইটভাটাই প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। আমার কাজ শেষ না হতেই মাটি বিক্রি কোনভাবে কাম্য নয়। এটা করলে খালের দুপাড় ভেঙ্গে পরবে। এটা ভেবে মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ করেছি। মাটি যদি বিক্রয় করিতে হয়, তাহলে আমার খালের পরিমাপ নিয়ে চুড়ান্ত বিল দিয়ে খালটি বুঝিয়ে নিয়ে সরকারী বিধি মোতাবেক টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করার অনুরোধ জানাচ্ছি। তা না হলে আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শাহীনুজ্জামান জানান, সরকারী সকল নিয়ম মেনে আমরা মাটি বিক্রয় করেছি। এখানে কোন প্রকার অনিয়ম করা হয়নি। মেহেরপুর জেলার প্রশাসনসহ সবাই সম্মিলিত ভাবে এ সিদ্ধান্ত। এলাকার অনেকে জানে না। আবার অনেকে কৃষি জমি বাচাঁতে আমাদের নিকট অভিযোগ করেছেন। যার ফলে সরকারী নিয়ম মেনে মাটি সরানো হচ্ছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মাটি অপসরাণ করা হচ্ছে।

গাংনীতে সম্পত্তির লোভে বৃদ্ধ মাকে আটকে রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহগলপুরে মেয়ের বাড়ি থেকে ৩০দিন পর বৃদ্ধ মাকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বড় মেয়ে সাগরিকা এবং ছোট মেয়ে রাজিয়া খাতুনের বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে ধলা ক্যাম্পের পুলিশ।

এ বিষয়ে বৃদ্ধ মহিলা সুফিয়া খাতুনের সাথে জানাতে চাইলে তিনি জানান, আমার নামে ৪ বিঘা জমি আছে। কিন্তু আমার বড় মেয়ে এবং ছোট মেয়ে অনেক দিন ধরে জমি তাদের দিয়ে দিতে বলে। আমি জমি দিতে রাজি না হওয়াই জোর করে আমাকে বড় মেয়ের বাড়িতে আটকে রাখে। প্রায় ৩০ দিন যাবত আমাকে আটকে রাখা হয়। আমি বাড়ি যেতে চাইলে আমার ছোট মেয়ে আমাকে অনেক মানষিক নির্যাতন করে আর বলে আমাদের দুই বোনকে ৪ বিঘা বিঘা জমি লিখে না দিলে আমার হাতেই তোর মৃত্যু হবে। পরে আমার বড় ছেলে আলাউদ্দিন আমাকে নিতে আসলে আমার মেয়েরা আমার ছেলেকে জোরপূর্বক বাধা দেয়।

স্থানীয়রা এ বিষয়টি জানতে পেরে সাথে সাথে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের টু আইসি এ এস আই রেজোয়ান আহম্মেদ কে ফোন করে। ফোন পেয়ে ঘটনা স্থলে হাজির হয়ে জনগনের সহয়তা নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাকে উদ্ধার করে। এসময় ছেলে আলাউদ্দিন কাছে তার মাকে তুলে দেয়।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পের আইসি টু রেজোয়ান আহম্মেদ জানান, আমার কাছে যখন ফোন আসলো সহগলপুরে বৃদ্ধকে আটকিয়ে রেখেছে। এটা শুনে সাথে সাথে ঘটনা স্থলে আসি এবং স্থানীয়দের সাথে করে তাকে উদ্ধার করি। সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধলা ক্যাম্প প্রস্তুত তাই আপনাদের যে কোন সমস্যা হলে আমাদের জানাবেন। আমরা আইনি ব্যাবস্থা গ্রহন করবো। এ ছাড়াও আপনারা জানেন আমাদের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপার হয়েছেন। তিনিও সব বিষয়ে আইনি সেবা দিতে প্রস্তুত। সেই সাথে আমার গাংনী থানার ওসি মোঃ বজলুর রহমানও সবসময় প্রস্তুত।

জীবননগরে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরে দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী এর আয়োজনে উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গয়েশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের আঙ্গিনায় ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করা হয়।

ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী জীবননগর শাখার সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, সাবেক চেয়ারম্যান শাজাহান আলী, ইউপি সদস্য ইমাদ আলী, গয়েশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আশাদুল হক, সীমান্ত ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সমন্বয়কারী আশাদুজ্জামান লিটন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী এর সদস্য তুহিনুজ্জামান, স্বর্ণা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় সিমান্ত এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতি! আলমডাঙ্গাবাসীর দীর্ঘদিনের

দাবি পূরণ

আলমডাঙ্গায় সিমান্ত এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতি। যার মাধ্যমে আলমডাঙ্গাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। আলমডাঙ্গা এলাকাবাসীর দাবীর মুখে গত ৯ জুন সীমান্ত এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতি হলো।

গত ৯ জুন রাত ১২.১০ মিনিটে সিমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেন আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতি করলে ট্রেনের গ্রার্ড, ড্রাইভর, এটেন্ডদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন আলমডাঙ্গা পৌর সভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর সভার ১নং- প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল হক, ২নং-প্যানেল মেয়র জহুরুল হক স্বপন, সহকারি স্টেশন মাষ্টার নাজমুল হোসেন, সহকারি স্টেশন মাষ্টার তৌহিদুল ইসলাম,বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন,সম্পাদক কামাল হোসেন, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক খ, হামিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা মুক্তমনা কল্যান ফাউন্ডেশনের সাধারন সম্পাদক ডাঃ মোঃ মহসিনুজ্জমান,সাংগাঠনিক সম্পাদক বসিরুল আলম,৩নং প্যানেল মেয়র মনোয়ারা খাতুন, কাউন্সিলর ডালিম হোসেন, এস এম বাবু, জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য সিরাজুল ইসলাম, জেলা মৎস জীবীলীগের আহবায়ক শাহাবুল হক,বনিক সমিতির ক্যাসিয়ার ও মুদি ব্যবসায়ি সমিতির সম্পাদক আলাউদ্দিন, কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম,বাপ্পিসহ পৌর সভার কর্মকর্তা, কর্মচারি বৃন্দ ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের অপারেটাল কার্যক্রম বন্ধ হলে আলমডাঙ্গা বাসির ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পুনঃরায় অপারেটাল কার্যক্রম চালু সহ অস্থায়ী ভিত্তিতে কয়েকজন লোকবল দিয়ে স্টেশনের কাজ চালু হয়। পরে সিমান্ত এক্সপ্রেস ও বেনাপোল এক্সপ্রেস স্টপেজের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে গত ৯ জুন রাত ১২ টা ১০ মিনিটে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সিমান্ত এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গায় যাত্রাবিরতি দেয়।জানা যায়, ভারতের হাওড়া থেকে কুষ্টিয়ার জগতি অবধি উপমহাদেশের প্রথম রেললাইন স্থাপিত হয় ১৮৬২ সালে।

আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম রেলস্টেশনগুলির একটা। তাছাড়া উপমহাদেশের একমাত্র দোতলা স্টেশন। আলমডাঙ্গা উপজেলাসহ

আশপাশের মিরপুর, কুষ্টিয়ার ইবি থানা, গাংনী উপজেলা ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার মানুষ ঐতিহ্যবাহী আলমডাঙ্গা স্টেশন ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। জনপ্রিয় আন্তঃনগর সীমান্ত এক্সপ্রেসটির আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতির দাবি দীর্ঘদিনের। আলমডাঙ্গার মানুষ দীর্ঘ বছর ধরে এ দাবিতে সোচ্চার ছিল। এলাকাবাসির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রাদান করা হয়েছে এ দাবির সমর্থনে।

এ দাবি বাস্তবায়নে একাধিবার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করা হয়েছে।এরই মধ্যে গত ৭ জুন বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী অফিসের চিফ অপারেটিং সুপারেন্টেন্ডেন্ট (পশ্চিম) আলমডাঙ্গা স্টেশনে আন্তনগর সীমান্ত এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতির ঘোষণা সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

রাজশাহী রেলওয়ের (পি) (পশ্চিম)’র সহকারী চিফ অপারেটিং সুপারেন্টেন্ডেন্ট আব্দুল আওয়াল স্বাক্ষরিতে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৯ জুন থেকে খুলনা –চিলাহাটি-খুলনা রুটে চলাচলকারি আন্তনগর সীমান্ত এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতি প্রদান করা হল। খুলনার উদ্দেশ্যে চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি আলমডাঙ্গায় যাত্রা বিরতি করবে ১টা ৬ মিনিটে।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামি সীমান্ত এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গা স্টেশনে যাত্রা বিরতি করবে রাত ১২টা ১১ মিনিটে। চিলাহাটি থেকে খুলনা রুটে নতুন করে চলাচলের জন্য লক্কড় ঝক্কড় সীমান্ত এক্সপ্রেসটির কোচগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে।এ ট্রেনের সাধারণ কোচগুলি পরিবর্তন করে ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা সাদা রঙের কোচ সংযোজন করা হচ্ছে।

১২টি কোচ নিয়ে ওই ট্রেন বহর চলবে এ রুটে। ট্রেন দুটিতে রাত্রিকালীন আসন সংখ্যা ৮৬৫ ও দিনে ৮৯০টি। তার মধ্যে রাতে তাপানুকুল ২৩টি শয়নাসন (বাথ) ও ৮০টি চেয়ার রয়েছে।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ রোডে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্য্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন এবং তারুণ্যের প্রতীক তারেক রহমান নব্য স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নতুন করে শপথ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাজন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, বার কাউন্সিলের সদস্য মোঃ মকলেসুর রহমান স্বপন।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় ও জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি‘র পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলীসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট প্রধান ও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা পরবর্তীতে পথচারী ও স্থানীয়দের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

কালীগঞ্জে বেদে পল্লীর শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর ও বারোবাজার বেদে পল্লীর শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে খাদ্য বিতরণ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার।

কাশিপুর ও বারোবাজার বেদে পল্লীর ২৫০ পরিবারের শিশুদের জন্য গুড়া দুধ, চিনি, সুজি ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিতরন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রানী সাহা, উপজেলা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, প্রকল্প বাস্তবায়ণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হেল মাসুম, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সমন্বয়ক শাহারিয়ার হোসেন ও গনমাধ্যমকর্মী।

কালীগঞ্জে স্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতির উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ বাসীর দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনে খুলনা হতে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বিরতির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২ টার সময় কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটির যাত্রা

বিরতির শুভ উদ্ধোধন করেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আনোয়ারুল আজীম আনার।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার। এসময় তিনি বলেন, নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এই এলাকার মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনে যাত্রা বিরতিতে কালীগঞ্জ বাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, থানার আফিসার ইনর্চাজ ওসি মাহফুজুর রহমান মিয়া, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, জেলা পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল, পৌর প্যানেল মেয়র মনিরুজ্জামান রিংকু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে যাত্রী, ট্রেনের ড্রাইভার ও পরিচালকসহ রেল কর্মকর্তাদের কে মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। মোবারকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার শাহাজান হোসেন জানান; খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ৭২৫ নং (আপ) খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি প্রতিদিন রাত ১১ টা ৪৮ মিনিটে এবং ঢাকা থেকে ফিরে আসা সুন্দরবন এক্সপ্রেস ৭২৬ নং (ডাউন) ট্রেনটি রাত ৩ টা ৫০ মিনিটে মোবারকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে ২ মিনিট যাত্রাবিরতি করবে। ট্রেনটি সাপ্তাহিক বন্ধ মঙ্গলবার।

হরিণাকুণ্ডুতে পূর্ব শত্রুতার জেরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের কালাপাড়িয়া গ্রামের বরকত আলী’র ছেলে আমিরুল ইসলামের বিবাধ পূর্ণ পুকুরে গত বুধবার রাতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার অভিযোগ উঠেছে। এই কৃষক

কে নিয়ে অতীতেও এমন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনায় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও কোনও সুফল মেলেনি, বলে তিনি জানান।

কায়িক পরিশ্রম করে সরল জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখেন মন্টু কিন্তু কিছু মানুষরুপী হিংস্◌্র প্রাণীর থাবায় তার জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। তার কাছ থেকে জানা যায় জমি দখল, গাছের আম পেড়ে নেওয়া, জমির ঘাস কেটে নেওয়া, বিষ দিয়ে পুকুরে মাছ মারা সহ নানা ধরনের অত্যাচারের স্বীকার হতে হচ্ছে তাকে। এছাড়া অবৈধ আশ্রায়ন প্রক্লপে আশ্রয় নেওয়া হুমায়ন কবির, বাবর আলী, শরাফতসহ আরো অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, আমি এখন চরম আশংকার মধ্যে আছি ওরা আমার পুকুরের মাছ মেরে দিয়েছে এতে করে আমার ৫০হাজার টাকার বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

আমি প্রশাসনের কাছে এর সুষ্ঠু তদন্ত স্বাপেক্ষে এর বিচার চাই। আবাসনের সভাপতি মনিরুদ্দিন বলেন, জমি যদি সরকারের হয় তাহলে সেটা আবাসনে দিয়ে দিক। আর যদি আইনি ভাবে মামলায় সে পেয়ে থাকে তাহলে সেটা তাকে দিয়ে দিক। তার দিয়ে এখানে ঝামেলা মুক্ত থাকুক। আমরা এর সুষ্ঠু সমাধোন চাই।

এদিকে চরপাড়া পুলিশ ফাড়ি ইনচার্জ সাংবাদিকদের জানান, বেশ কিছু মাছ মারা গেছে। ঘটনা শুনার পর-পরই আমি সেখানে আমার ফোর্স পাঠিয়েছিলাম ঘটনার সত্যতা যাচাই করে ব্যবস্থা নেব। এঘটনায় রঘুনাথপুর ইউনিয়নের ৩ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হাসেম আলী জানান, আমি দু’জনকেই অনুরোধ করি কিন্তু কেউই আমার কথা শোনেন না।

তিনি আরো বলেন, মাছ কিন্তু মরেছে, এখানে বিষ দেয়ার কোনও আলামত পাওয়া যায়নি। আমি চাই যে এই জমিটা নিয়ে গ্রামে যে গ্যাঞ্জাম চলছে তার সুষ্ঠু সমাধান হোক।

মেহেরপুরে ছাত্রীদের মাঝে

বাইসাইকেল বিতরণ

মেহেরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)’র অর্থায়নে মেহেরপুর সদর উপজেলার বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডঃ ইয়ারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম, লতিফুনেছা লতা।এসময় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন।

চুয়াডাঙ্গায় মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং মসজিদকে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করছে সরকার।

এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে নির্মিত ৫০টি মডেল মসজিদ ও

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একসঙ্গে এতগুলো মসজিদ নির্মাণের ঘটনা বিশ্বে বিরল বলে জানিয়ে জানিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বৃহস্পতিবার (১০ জুন) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে একসঙ্গে প্রথম পর্যায়ে নির্মিত এসব মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।শুধু নামাজ আদায় নয়, মসজিদ হবে গবেষণা ইসলামি সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র। হারিয়ে যাওয়া ইসলামের চিরায়ত এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে দৃষ্টিনন্দন এসব মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রথম ধাপে সারাদেশের ৫০টি মডেল মসজিদের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ড চত্বরের এ মসজিদটি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী । বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলার সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা, রাজনীতিক,সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ এলাকার মুসল্লীদের উপস্থিতিতে এটি উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার মো:জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরা পারভীন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান,চুয়াডাঙ্গা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এবিএম রবিউল ইসলাম,জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান প্রমুখ।

সরকারী অর্থায়নে সারা বাংলাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মীত হচ্ছে তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গার ১টি। চারতলা বিশিষ্ট এ মডেল মসজিদটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৪ কোটি ১৪ লাখ টাকা। আগামীকাল শুক্রবার থেকে এ মসজিদে জুম্মার নামাজের মাধ্যমে এ মসজিদের কার্যক্রম শুরু হবে।